কেউ শুনতে পায় না গাছের কান্না

সবুজ বিশ্বাস

প্রথম আলো - ৬/০৪/২০১২

গাছ কি বাড়ির দেয়াল?

বহুদিন আগে এক বাঙালি বিজ্ঞানী প্রমাণ করে গেছেন গাছের প্রাণ আছে। মহান বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর প্রমাণিত তথ্য আমরা কি বিশ্বাস করি? এই প্রশ্নে কিন্তু সবাই এক সাথে বলবে, 'হ্যাঁ।' বাস্তবতা কিন্তু তার উল্টো। সরেজমিনে দেখা গিয়েছে, ফার্মগেট, মোহাম্মদপুরসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় গাছে পেরেক ঠোকা হচ্ছে। এমনকি মফস্বল শহরগুলোতেও দেখা যায়, গাছের গায়ে পেরেক কিংবা লম্বা লোহা ঢুকিয়ে সেখানে ব্যানার-ফেস্টুন লাগানো আছে। গাছের প্রাণ আছে এটা আমরা সবাই মানছি। তাদের অনুভূতি থাকাটাই স্বাভাবিক, সাথে সাথে এই কথাটাও মানা জরুরি। তারা যে ব্যথা পায়, কষ্ট অনুভব করে এই কথাটা মনে রাখা উচিত। এই ব্যাপারটা জেনেও আমরা তাদের গায়ে পেরেক ঠুকছি। অতিরিক্ত পেরেক ঠোকাসহ মানুষের অন্যান্য যন্ত্রণায় শেরেবাংলা নগরের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের গাছগুলো ইতিমধ্যে অভিমানে অক্কা পেয়েছে। তাই সকলকে এই ব্যাপারে আরো যত্নবান হতে হবে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে গাছের ওপর অত্যাচারের ভয়াবহ রূপ চোখে পড়েছে। যেমন— আসাদ গেটের পাশে বড় বড় গাছগুলোতে লম্বা এবং মোটা লোহার দণ্ড ঢুকিয়ে তার মধ্যে রিকশার টায়ার ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। টায়ার ঝুলিয়ে রেখেছেন পাশের রিকশা সারাইয়ের দোকানদার। গাছে কেন লোহা ঠুকেছেন? জানতে চাইলে রিকশা মিস্ত্রি নেয়ামতউল্লাহ জানালেন, লোহা আগে থেকেই গাছে গাঁথা ছিল। তিনি শুধু ব্যবহার করছেন। এছাড়া ফার্মগেটের পামগাছগুলোতে ঠোকা মোটা পেরেকগুলো কারা ঠুকেছে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, মিরপুর, ধানমণ্ডি ও গুলশান এলাকার গাছগুলোতে ঠোকা পেরেক এবং সাইন বোর্ড আছে। এগুলো দেখে ঢাকা সিটি করপোরেশন কি সহজেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে না?

'পরিবেশ থেকে ব্যাপক হারে গাছ কমে গেলে তার প্রভাব পড়বে সামাজিক জীবনে। গাছ অক্সিজেন বলয় বা গ্রীনহাউস বলয় অক্ষুণ্ন রেখে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। ব্যাপকহারে গাছের পরিমাণ কমে গেলে, তার কারণে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেবে। এর প্রভাব পড়বে পরিবেশে। এই প্রভাব ইতিমধ্যে পরিবেশের ওপর পড়া শুরু হয়েছে। যার কারণে ফসলি জমিতে ফসলের ফলন কমে যাচ্ছে। এছাড়া অনাবৃষ্টি, মরুপ্রবণতাসহ বিভিন্ন অনুষঙ্গ দেখা দিচ্ছে। তাই ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোতে গরমের দিনে অতিগরম, শীতের দিনে অতিশীত প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া অধিক হারে গাছ কমে গেলে আমাদের পরিবেশবান্ধব পক্ষীকুলের অস্তিত্ব থাকবে না। গাছের ওপর তাদের জীবন নির্ভর করে। গাছ তাদের চারণ ক্ষেত্র, খাদ্যের যোগানদাতা, বসবাসের স্থান। সব কিছু চিন্তা করেই আমাদের নিজেদের জন্যই গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে', বললেন পক্ষীবন্ধু শ্রী যশোধন প্রমানিক।

এ ব্যাপারে ঢাকা সিটি করপোরেশনের অঞ্চল-৮ এর সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী শামসুল আরেফিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'গাছ রক্ষা, গাছের পরিচর্যা ও গাছের প্রতি করণীয় আছে। দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে গাছের গায়ে পেরেক ঠোকা আইনত দণ্ডনীয়। ঢাকার প্রায় সব রাস্তাতেই গাছে পেরেক ঠুকে সাইন বোর্ড লাগানো হচ্ছে।' তিনি আরো বলেন, 'ব্যাপারটা আমাদের চোখে পড়েছে। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।'